

ছাত্রী উপবৃত্তির টাকায় কমিশন প্রসঙ্গে

গত ১৫ জুন '৯৯ ইং তারিখের 'দৈনিক জনকণ্ঠ'র জনপ্রিয় মতামত কলামের "পার্সেন্টেজ এবার ছাত্রী উপবৃত্তি টাকায়" শীর্ষক পত্রখানার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পত্রখানায় অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর মতামত প্রকাশের জন্য প্রকাশক ও পত্র প্রেরককে আন্তরিক অভিনন্দন। পত্রের মর্মবাণী যেন একান্তই মনের চাপা পড়া কথা। অবিস্থাস্য হলেও এটা সত্য বই মিথ্যা নয় এবং আন্তরিকভাবে সমর্থনযোগ্য। একই সুরে বলতে চাই, আমাদের বিদ্যালয়ে একই কায়দায় এই কমিশন ব্যবসা চলছে অনেকদিন ধরে। যে সকল ছাত্রী বিদ্যালয় ছেড়েছে বা বিবাহিত হয়ে গেছে তাদের টাকাগুলোও অন্য ছাত্রীদের দিয়ে সেই করে তুলে নেয় শিক্ষকবৃন্দ। এবার '৯৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম ৫৬ জন ছাত্রী। অন্যবারের

মতো এবারও উপবৃত্তির ফরম ফিলাপের টাকা দেয়ার কথা থাকলেও সেই দিচ্ছি করে আজও দেয়া হয়নি। তাই যে কানভাবে বৃত্তির টাকা পেতে চাই।

জনৈক ছাত্রী পরীক্ষার্থী '৯৯

গল্পা কনোয়াবআলী উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।